রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত

ইসি পুনর্গঠন ছাড়া নির্বাচন তফসিল ঘোষণা মেনে নেয়া হবে না ▪ শেখ হাসিনা

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে দেখা করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের আগে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা না করার দাবি জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বিচারপতি এমএ আজিজকে অপসারণের ব্যাপারেও নিজেদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি।

পুনর্বার চৌদ্দ দলের দেয়া ১১ দফা করণীয় অবিলম্বে বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, এখনও সময় আছে দেশকে সংঘাতের হাত থেকে রক্ষায় নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ছাড়া নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলে দেশবাসী তা মেনে নেবে না।

রবিবার বিকেলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চৌদ্দ দলের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার কাছে এসব দাবি উত্থাপন করা হয় বলে জানা গেছে।

বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষ করে পরে চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক আবদুল জলিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ধানমণ্ডির কার্যালয়ে এ বিষয়ে সংবাদ ব্রিফিং করেন।

আবদুল জলিল বলেন, আজিজ-জাকারিয়া গংয়ের নির্বাচন কমিশনে বহাল রেখে কোন প্রহসনের নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। দাবি উপেক্ষা করে নীলনকশার নির্বাচন করার চেষ্টা করা হলে দেশবাসী তা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবে।

তিনি জানান, বঙ্গভবন থেকে দাওয়াত পেয়ে শেখ হাসিনা চৌদ্দ দলের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। রাষ্ট্রপতি চৌদ্দ দলের বক্তব্য শুনলেও কোন কিছু বলেননি। প্রেস ব্রিফিং শেষে শেখ হাসিনা চৌদ্দ দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আজ সোমবার থেকে শুরু হওয়া দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচী সফল করার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

শেখ হাসিনার সঙ্গে বঙ্গভবনে যান চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক আবদুল জলিল ছাড়াও আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, কাজী জাফরউল্লাহ, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, গণফোরামের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য পংকজ ভট্টাচার্য, জাসদের কার্যকরী সভাপতি মাইনুদ্দিন খান বাদল এবং সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া।

ব্রিফিংয়ে আব্দুল জলিল বলেন, রাষ্ট্রপতিকে বলা হয়েছে যে, দেশে বর্তমানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার রয়েছে তা দেশবাসী অনুভব করতে পারছে না। তাঁর কর্মকাণ্ডে নির্দলীয় চরিত্রগুলো প্রতিভাত হয়নি। বরং মনে হচ্ছে একটি বিশেষ গোষ্ঠী ও দলের নির্দেশে সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ হলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা, নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আমরা আশা করেছিলাম ১১ দফা মেনে রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষতার স্বাক্ষর রাখবেন। নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু সে প্রমাণ দেশবাসী পায়নি।

চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক বলেন, রাষ্ট্রপতিকে আমরা বলেছি যে, তিনি নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে পারেননি। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, এক কোটি ৪০ লাখ ভুয়া ভোটার বাদ দিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও নির্ভুল করা ছাড়া নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলে জনগণ তা মেনে নেবে না। একতরফাভাবে তফসিল ঘোষণা করা হলে তা হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদায়ের তফসিল।

তিনি বলেন, এত আগে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ব্যস্ততায় প্রমাণ করে প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চলছে।

রাষ্ট্রপতিকে বলেছি এখনও সময় আছে নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিন, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করুন। বর্তমান বিতর্কিত কমিশন রেখেই দু'জন নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত শুধু চৌদ্দ দল নয়, গোটা জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য

হবে না। সংযোজন-বিয়োজন নয়, আজিজ-জাকারিয়া গংকে রেখে কোন পুনর্গঠন জাতি মেনে নেবে না। যে কোন মূল্যে দেশবাসী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। আপনাকে (রাষ্ট্রপতি) অনেক সময় দিয়েছি, কিন্তু নিরপেক্ষ নির্বাচনে কোন কার্যকর ভূমিকা না রেখে জাতিকে হতাশ করেছেন। গোটা জাতি নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশায় রয়েছে। দেশকে সংঘাতের হাত থেকে রক্ষা করুন, গোটা জাতির প্রত্যাশা পূরণ করুন। আজ সোমবার থেকে ফের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচী শুরুর ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, অবরোধ কর্মসূচীতে বাধা দেয়া হলে জনগণ তা অতিক্রম করে অধিকার আদায় করে নেবে।

আবদুল জলিল প্রশ্ন রেখে বলেন, চৌদ্দ দলের আন্দোলন-অবরোধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে। বিএনপি-জামায়াত জোট পাল্টা কর্মসূচী দিচ্ছে কার বিরুদ্ধে? তাদের এই কর্মকাণ্ডে জাতির সামনে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিএনপি-জামায়াত জোট সাজানো নির্বাচনের বাগান রেখে গেছে। জনগণের ভোটে নয়, সাজানো বাগানের মাধ্যমে চক্রান্তের নির্বাচন করে বৈতরণী পার হতে চায়। কিন্তু দেশবাসী যে কোন মূল্যে প্রহসনের নির্বাচন প্রতিহত করবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি বোবার মতো শুধু শুনেছেন, কিছুই বলেননি।

১৪ দলের সঙ্গে আরো ৬ দল মাঠে ।। রাস্তা ছাড়বে না ৪ দল ।। সংঘাতের আশঙ্কা

লাগাতার অবরোধ ফের শুরু

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে শেখ হাসিনার সর্বশেষ বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় রক্তাক্ত সংঘাতের আশঙ্কার মধ্য দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের তৃতীয় পর্যায়ে দেশব্যাপী লাগাতার অবরোধ।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ ও অন্য নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণ করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, প্রশাসনে অর্থবহ পরিবর্তনসহ ১১ দফা করণীয় বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইয়াজউদ্দিনের নিরপেক্ষতা প্রমাণের দাবিতে এ অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। অবরোধ চলাকালে ১৪ দল রাজধানীর ২৩ টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অবস্থানের পরিকল্পনা করেছে।

গতকাল এক প্রেস ব্রিফিঙে ১৪ দল বলেছে তারা যে কোনো মূল্যে অবরোধ সফল করতে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইয়াজউদ্দিনের প্রতি কঠোরভাবে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ১৪ দলের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল প্রেস ব্রিফিঙে ঘোষণা করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান যদি বিএনপি-জামাতের নীলনকশার পথ ধরে অগ্রসর হন তাহলে জাতি তা মেনে নেবে না এবং ইয়াজউদ্দিনকে হটানোর এক দফার আন্দোলনে শামিল হবে। ১৪ দলের পাশাপাশি নবগঠিত এলডিপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টও আজ লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তবে আগামীকাল মঙ্গলবার সশস্ত্রবাহিনী দিবসের কার্যক্রম অবরোধের আওতার বাইরে থাকবে বলে ১৪ দল জানিয়েছে।

আজ থেকে শুরু হওয়া দেশব্যাপী লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে ১৪ দল ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। আগের দুটি অবরোধ কর্মসূচির মতোই দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে রাজপথ সম্পূর্ণ দখলে রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মুক্তাঙ্গনে আগেভাগে অবস্থানের কর্মসূচি ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সকাল থেকেই মুক্তাঙ্গন অভিমুখে মিছিল নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মহানগর ১৪ দলের বিভিন্ন ইউনিটকে। এর আগে ১৪ দল দুদফা অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে। তাদের দাবির ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস পেয়ে সর্বশেষ গত ১৫ নভেম্বর ৪ দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে ১৪ দল তাদের অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেছিল।

রাতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ধানমন্ডির কার্যালয়ে আয়োজিত নিয়মিত প্রেস ব্রিফিঙে আব্দুল জলিল আজ থেকে শুরু হওয়া অবরোধ কর্মসূচি সফল করার জন্য আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বিএনপি-জামাত দলীয় রাষ্ট্রপতি ও স্বঘোষিত প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন ৪ উপদেষ্টার সুপারিশ এড়িয়ে এবং উপদেষ্টা পরিষদের ম্যারাথন বৈঠকের মতামত উপেক্ষা করে আজিজ-জাকারিয়া গংদের রক্ষায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

Ave`j Rwjj বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, বিএনপি-জামাতের ভোটচুরির নীলনকশা বাস্তবায়নের মূল কারিগর ৪ মাথাবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনকে অপসারণ না করে এককভাবে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ২ জন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার এই একক সিদ্ধান্তের দায় নিতে উপদেষ্টারা অস্বীকার করায় একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণকারী প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ঐ সিদ্ধান্তটি চাপিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছেন।

Ave`j Rwjj বলেন, আমরা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই পুতুলের সুতোর টানে নাচতে গিয়ে টু-ইন ওয়ান ইয়াজউদ্দিন যদি এ ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে জাতির ওপর গণবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চান তার ফলাফল হবে ভয়াবহ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রতি উদ্দেশ করে প্রেস ব্রিফিঙে Ave`j Rwjj বলেন, নিরপেক্ষতা প্রমাণের সুযোগ আপনি সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। খালেদা-নিজামীর ভয়ে আপনার হাঁটু কাঁপছে। আপনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাই অযথা কালক্ষেপণ না করে প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিয়ে জাতিকে বিপদমুক্ত করুন। একই সঙ্গে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অপারগতা জানানোর ফলে তার আগে অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতির (যিনি জীবিত ও ৭২ বছরের বেশি বয়স হয়নি) কাছে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করুন।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামাত চক্রের সকল ষড়যন্ত্র ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত ছাড়া দেশের সকল রাজনৈতিক দল আজ ঐক্যবদ্ধ। সারা দেশের মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। অতীতের মতো এবারো জনগণের বিজয় অনিবার্য। দেশবাসীর আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না।

প্রেস ব্রিফিঙে ১৪ দল নেতাদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শেখ সেলিম, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, রাশেদ খান মেনন, মঈনুদ্দিন খান বাদল, দিলীপ বড়-য়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের কর্মসূচি অবরোধের আওতামুক্ত

আগামীকাল ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস। ১৪ দল সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সব অনুষ্ঠান অবরোধের আওতামুক্ত থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে এ দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকায় যে কোন ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল-নিষিদ্ধ গোষণা করেছে এলডিপি।

গত শুক্রবার ১৪ দল ঘোষণা করেছে ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সব অনুষ্ঠান ১৪ দলের অবরোধ কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে। এ ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল বলেন, সোমবার ১৪ দলের লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি শুরু হলেও পরদিন আমাদের প্রিয় সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সব অনুষ্ঠান অবরোধমুক্ত থাকবে। ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৪ দলের প্রেসব্রিফিংয়ে আবদুল জলিল এ ঘোষণা দেন।

এখনও সুষ্ঠু নির্বাচনের আবহাওয়া তৈরি হয়নি॥ উপদেষ্টাদের অভিমত

দায়িত্ব গ্রহণের তিন সপ্তাহ চলে গেলেও, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা এখনও নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তাঁরা মনে করছেন দেশে এখনও সুষ্ঠু নির্বাচনের আবহাওয়া তৈরি হয়নি। প্রশাসনের রদবদল কার্যকর কিছু হচ্ছে না। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের বড় সমস্যা নির্বাচন কমিশন সংস্কার। এ সমস্যা সমাধানের এখতিয়ার একমাত্র রাষ্ট্রপতির। তবে দু'টি বড় রাজনৈতিক জোটের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর তা হলে কোন কোন উপদেষ্টা সরে দাঁড়ানোরও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রবিবার চার উপদেষ্টা সচিবালয়ে প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা বৈঠক এ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে অর্থ উপদেষ্টা আকবর আলী খান বলেন, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী, একমাত্র রাষ্ট্রপতির। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্রপতি একাজে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকায় তার দরকার নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি হওয়ায় নিজেই তা করতে পারেন। সংবিধান অনুযায়ী এ ব্যাপারে তাঁকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাঁকেই নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আশা করছি রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী জাতির সামনে ভাষণ দেবেন। নির্বাচন কমিশন সংস্কারই বড় সমস্যা। এর সমাধান রাষ্ট্রপতিকেই করতে হবে। এখনও সুষ্ঠু নির্বাচনের আবহাওয়া তৈরি হয়নি। এক্ষেত্রে ১/২ জন কমিশনার নিয়োগ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তিনি বলেন, গত তিন সপ্তাহে অনেক বদলি হয়েছে। কিন্তু ওই বদলী কার্যকর হচ্ছে না। বদলি নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। ১৪ দল বলেছে, তারা যে বদলি চায় তার একটিও করা হয়নি। বিএনপি বলছে হচ্ছেটা কি? দাতারা বলছে, প্রকল্পগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কারও কাছে বদলী ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তিনি বলেন, আমরা যে কোন সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না। প্রধান উপদেষ্টা ও রাষ্ট্রপতি এক ব্যক্তি। আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেনি। অনেক বিষয় প্রধান উপদেষ্টার হাতে রয়েছে। সেখানে আমাদের করণীয় কিছু নেই। আর চাকরি নিয়ে আমার কোন মোহ নেই। সরকারী নিরাপত্তা ও গাড়ি ছাড়া আর কিছু নেইনি। তিন উপদেষ্টাকে আমি মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এখন এটাকে যদি ষড়যন্ত্র বলা হয় তবে তো কাজ করা যাবে না। সোমবার থেকে আন্দোলনের কর্মসূচী শুরু হচ্ছে। ফলে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করতে না পারলে সামনে কঠিন অবস্থা আসবে।

নির্বাচন কমিশনের সমস্যা সমাধান করতে পারেন একমাত্র রাষ্ট্রপতি। প্রশাসনিক কাঠামোতে আমাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। যদি নজরে আসে যে কোন একটি কাজ ঠিক হয়নি, তা হয়ত আমরা ঠিক করতে পারব। তবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়নি।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমাদের সমস্যা হলো একেক রাজনৈতিক দল মনে করে তাদের ছাড়া দেশে অন্য কেউ নেই। দেশে দু'টি বড় রাজনৈতিক জোট আছে, তাদের ছাড়া নির্বাচন বা কোন কিছু করলে তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দেয়ার সুযোগ নেই। ১৪ দল তিনটি প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো- প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মিথ্যা বলার জন্য সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন, অধ্যাদেশ জারি করে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হলে মামলা করতে হবে। এটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। এজন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ লাগবে। ৯০ দিনের ২০ দিন চলে গেছে, ৭০ দিন আছে। এ সময়ের মধ্যে এটা করা সম্ভব নয়। আর বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ার জন্য অধ্যাদেশ জারি করাও সম্ভব নয়। এটা আইন মন্ত্রণালয় বলেছে। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে হলে বিচারকদের বিধান অনুযায়ী নিতে হবে। আবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার চলে গেলে দায়িত্ব পালন করবে কে তার বিধানও নেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাহী পদ। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে সাংবিধানিকভাবে নিতে হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আছে। আর একটা উপায় আছে তিনি নিজে স্বেচ্ছায় চলে গেলে। এটাই সহজ পন্থা। এ ব্যাপারে আমরা শেষ চেষ্টা করে যাব।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, নভেম্বর ২০, ২০০৬

খালেদা-তারেক-সাঈদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের মামলা হচ্ছে

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, তার পুত্র তারেক রহমান ও ভাই সাঈদ ইস্কান্দারসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সাবেক কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করবেন। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীর চেম্বার থেকে মামলার কাগজপত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। গতকাল সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সঙ্গে মামলার সম্ভাব্য বাদীরা আইনি পরামর্শ করছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এই মুহূর্তে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাবেক একজন সরকারি কর্মকর্তা - যিনি বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে দীর্ঘদিন দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন - গতকাল ভোরের কাগজকে জানান, রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে তারেদ হাতে। হাওয়া ভবনের দুর্নীতির চিত্র বিগত জোট সরকারের সময় যারা মন্ত্রী ছিলেন

তারাই প্রকাশ করেছেন। বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেছেন সাবেক জোট সরকারের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আনোয়ারুল কবীর তালুকদার। তিনি বলেন, জিয়া পরিবার মাত্র কয়েক বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার মারিক কীভাবে হলো তা সবার কাছেই বিস্ময়কর। এই সম্পদের উৎস তলিয়ে দেখার দায়িত্ব ছিল সরকারি সংস্থার। কিন্তু বিগত জোট সরকারের আমলে দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে কমিশনে নিজেদের দলীয় লোকদের বসানো হয়েছে যাতে দুর্নীতির কোনো ঘটনা তদন্ত না হয়। এই সুযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা জানান, জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন সেক্টরে দুর্নীতির তথ্যপ্রমাণ তারা সংগ্রহ করছেন।

সাবেক সরকারি কর্মকর্তারা জানান, দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের। কিন্তু কমিশন ব্যর্থ হওয়ায় দেশের নাগরিক হিসেবে তারা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সম্পদের তদন্তের নির্দেশনা এবং সম্পদ আহরণের উৎস জনসম্মখে প্রকাশের জন্য আদালতের নির্দেশনা চাওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জানিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন জনগণের আস্থা হারিয়েছে : প্যাট্রেসিয়া বিউটেনিস

আমেরিকান রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া এ বিউটেনিস বলেছেন, নির্বাচন কমিশন জনগণের আস্থা হারিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, চলমান সংকট নিরসনে একটি সমাধানে পৌঁছানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করা। রোববার জ্বালানি উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরীর সঙ্গে তার অফিসে সৌজন্য সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এটা পরিষ্কার যে, নির্বাচন কমিশন অনেক আগেই জনগণের আস্থা হারিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের গঠনপ্রণালী এবং এর প্রধানের ওপর জনগণের তেমন আস্থা নেই। নির্বাচন কমিশন সংস্কারের ব্যাপারে কোন মতামত না দিলেও বিউটেনিস বলেন, তার ধারণা উপদেষ্টারা এ ব্যাপারে তাদের প্রস্তাব নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছেন। জনগণের উচিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। দু'জন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির দেয়া প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি বিশেষ কোন সমাধানকে সমর্থন করছেন না। রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রপতি ও উপদেষ্টাদেরই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানের ব্যাপারে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে অনমনীয় অবস্থানে না থেকে নমনীয় হওয়া উচিত। সমঝোতায় আসার জন্য অবশ্যই তাদের যতটা সম্ভব নমনীয় হতে হবে। তিনি বলেন, কিন্তু আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তেমন নমনীয়তা দেখছি না। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়কে আবারও আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের শেষ সুযোগটি হারাতে বসেছি। তিনি বলেন, আমি আবারও বিএনপি-আওয়ামী লীগ, ৪ বা ১৪ দলের প্রতি অনুগ্রহ করে অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছি। বিউটেনিস উপদেষ্টাদের এ মর্মে বলেন, তারা যোগ্য ও দেশপ্রেমিক হিসেবেই রাষ্ট্রপতিকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারেও উৎসাহিত করছেন। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আবারও রাজপথে সহিংসতা ছেড়ে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা সবসময়ই সহিংসতার বিরোধী। জনগণ শান্তি চায়। নির্বাচনের ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন। সবাই নির্বাচন চায়। রাজনৈতিক নেতারা জনগণের কথা শুনবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

Z_¨mÎt ``wbK hMvši, b‡f¤i 20, 2006

নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন জরুরি : আনোয়ার চৌধুরী

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী বলেছেন, এ নির্বাচন কমিশনের জন্য বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জন ছাড়া কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। নিরপেক্ষভাবে কাজ করার স্বার্থে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন

কমিশন পুনর্গঠনের সম্প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছে ব্রিটিশ হাইকমিশনের তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। রোববার সিইসি এমএ আজিজের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ব্রিটিশ হাইকমিশনার সেখানে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৯০ দিন সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এ জটিল পরিস্থিতিতে সব রাজনৈতিক দলকে অতিদ্রুত ঐকমত্যে পৌঁছার পথ খুঁজতে হবে। একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান খুব সহজ কাজ নয়।

মূলত নির্বাচনী প্রস্তুতির ব্যাপারে জানার জন্য সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে জানান আনোয়ার চৌধুরী। এ সাক্ষাতে ভোটার তালিকা, বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তাসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাতে সিইসি আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব দলের সহযোগিতা কামনা করেছেন বলে জানান ব্রিটিশ হাইকমিশনার। তিনি বলেন, সিইসি মনে করেন কোন সংগঠন বা কোন প্রতিষ্ঠান আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সব সহিংসতা পরিহার করে একটি সুন্দর সমাধানে আসার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সিইসি আহ্বান জানিয়েছেন বলে জানান আনোয়ার চৌধুরী।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, আস্থা অর্জনে তেমন সাফল্য আসেনি, এটা উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের নিরাপত্তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আগামী নির্বাচনে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের জন্য ব্রিটিশ হাইকমিশন ২ মিলিয়ন ডলার (১৪ কোটি টাকা) ব্যয় করবে বলে জানান আনোয়ার চৌধুরী। তিনি বলেন, গত ৩টি নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচনের প্রতি আস্থা অনেক বেড়েছে। এ অবস্থায় একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়ভার বর্তমান ইসির কাঁধে রয়েছে। এ সাক্ষাতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণাসহ সার্বিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। বিকাল ৩টা ২০ মিনিট থেকে ৪টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত সিইসির সঙ্গে কথা বলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার।

Z_¨mÎt ``wbK hMvši, b‡f¤i 20, 2006

রাষ্ট্রপতিকে বিজিএমইএর হুমকি

১২ ঘণ্টার মধ্যে সমাধান নইলে বঙ্গভবন ঘেরাও

আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করা না হলে ২২ লাখ শ্রমিক নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বঙ্গভবন ঘেরাও ও অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করার হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা গত সপ্তাহে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করেননি। ফলে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ (সোমবার) থেকে আবার অবরোধ কর্মসূচি শুরু হতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কোনো গার্মেন্টস বন্ধ বা রুগ্ন হলে তার দায়দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টাকে বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষতিগ্রস্ত গার্মেন্টসের পক্ষে আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে।

গতকাল রোববার বিকেলে রাজধানীর কাওরান বাজারে বিজিএমইএ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ হুমকি প্রদান করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি এস এম ফজলুল হক, দ্বিতীয় সহসভাপতি লুৎফর রহমান মতিন, সাবেক সভাপতি আনিসুল হক ও টিপু মুন্সী, সাবেক দ্বিতীয় সহসভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদীসহ বিজিএমইএর বর্তমান ও সাবেক পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজিএমইএ সভাপতি এস এম ফজলুল হক বলেন, পোশাক শিল্পে এখন পিকটাইম, আর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এখনই কাজ বন্ধ। রপ্তানি আদেশ না পেলে আগামী বছর জুন (২০০৭) পর্যন্ত এ শিল্পে কোনো কাজ থাকবে না। ফলে তৈরি পোশাক খাত মুখ থুবড়ে পড়বে এবং হাতছাড়া হয়ে যাবে ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের (প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা) পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার। তিনি বলেন, নব্বইয়ের দশকে রুগ্ন হওয়া পোশাক শিল্প কারখানাগুলো আজো পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নতুন করে কোনো

পোশাক শিল্প কারখানা রুগ্ন বা বন্ধ হলে তার দায়দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টাকে নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রধান উপদেষ্টা চলমান রাজনৈতিক সংকট নিরসন ও পোশাক শিল্প রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বঙ্গভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করা হবে।

বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আনিসুল হক বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) পদত্যাগ ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে সবুজ পাতায় তার নাম লেখা থাকবে, না হলে লাল পাতায় তার নাম জাতি লিখে রাখবে। তিনি বলেন, সিইসি পদত্যাগ করবে নাকি তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তবে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তিনি দেশ, জাতি, শিল্প ও দেশের অর্থনীতির স্বার্থে সাহসী ভূমিকা পালন করলে দেশবাসীর কাছে চির অম্লান হয়ে থাকবেন। অন্যথায় দেশবাসী তাকে 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি'র পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপতি মহোদয়' হিসেবে আখ্যায়িত করবেন।

বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি টিপু মুন্সী বলেন, স্তল ও সমুদ্র বন্দর একদিন বন্ধ থাকলে শুধু তৈরি পোশাক খাতে ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। চলতি মাসে রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে প্রায় এক সপ্তাহ বন্দর বন্ধ ছিল। ফলে রপ্তানি আদেশ হ্রাস পেয়েছে, ক্ষতি হয়েছে উদ্যোক্তার। আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে ২২ লাখ শ্রমিক নিয়ে বঙ্গভবন ঘেরাও ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে।

Z_¨mÎ t ^`wbK †fv‡ii KvMR, b‡f¤i 20, 2006

ফাঁকা গুলি বোমাবাজি : ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

ঢাবিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রদলের সশস্ত্র হামলা

ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল সশস্ত্র হামলা করেছে। বেলা ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত দফায় দফায় হামলাকালে ফাঁকা গুলি ও বোমা বর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনসহ ১৯ নেতাকর্মী এবং এনএসআই কর্মকতা মাহবুব আহত হয়েছেন। হামলার প্রতিবাদে আজ থেকে তারা ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে।

ক্যাম্পাসে ও হলে হলে সহাবস্থানের দাবিতে নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে ক্যাম্পাসে যান। নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের কার্যালয়ে প্রবেশের পরপরই ছাত্রদল নেতাকর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের গেট তালাবদ্ধ করে দেয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টার বৈঠককালে বিভিন্ন দিক থেকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ প্রশাসনিক ভবন ঘিরে রাখে। এ সময় তারা সশস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, উপাচার্য ও প্রক্টর তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। হামলা তাদের নির্দেশেই হয়েছে। তাই উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। হামলায় আহতদের সবাই ছাত্রলীগ নেতাকর্মী।

উপাচার্যের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীরা বেলা ১১টায় প্রশাসনিক ভবনে যান। জাসদ ছাত্রলীগ যুগ্ম সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন জানান, ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় এবং সংঘাত এড়াতে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতাকর্মীরা বিচ্ছিন্নভাবে ২/৪ জন করে উপাচার্যের কার্যালয়ে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনসহ নেতাকর্মীরা উপাচার্যের কার্যালয় সংলগ্ন গেটে এসে পৌঁছলে সূর্যসেন হল শাখার ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক করিম সিকদার ছাত্রলীগ ও সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীদের ভেতরে চলে যেতে নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, 'বাইরে থাকলে কিন্তু এখানেই সিনক্রিয়েট হবে। এখানেই হামলা হবে।' নেতাকর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে ঢুকে গেলে বাইরের গেট তারই নির্দেশে তালাবদ্ধ করা হয়।

Z_¨mÎ t ^`wbK hMvšÍi, b‡f¤i 20, 2006

স্কাউটস ভবনে এসব কি হচ্ছে?

আর এক কাসিম বাজার কুঠি কাকরাইলে স্কাউটস ভবন। জোটের পক্ষে প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ হচ্ছে এখান থেকেই। ষড়যন্ত্রের জন্য বিশেষ পরিচিত বিয়াম ভবনের পরিবর্তে স্কাউটস ভবন ব্যবহার হচ্ছে বেশ নিরাপদে। আর এই ষড়যন্ত্র প্রস্তুত ও প্রণয়নের গ্যাং মাস্টার সেই ফজলুর রহমান।

২০০১ সালের নির্বাচনে যে তিন সচিব বিয়াম ভবনে বসে নীলনক্সা তৈরি ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁরই একজন তিনি। আজও তিনি লিপ্ত রয়েছেন ষড়যন্ত্রে। এবারও আমলাতন্ত্র সাজানোর ছক তাঁর হাত দিয়েই তৈরি হচ্ছে। এই ছক হাওয়া ভবন হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রপতির দফতরে। এরপর রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে তা পাঠানো হচ্ছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কেবিনেট বিভাগকে না জানিয়েই ছক অনুযায়ীই রদবদল করছে।

কাকরাইলের স্কাউটস ভবন এখন হাওয়া ভবনের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। ২০০১ সালে প্রশাসনে ত্রয়ী হিসাবে যে তিন সচিব পরিচিত ছিলেন তাঁর একজন হলেন এই ফজলুর রহমান, শহীদুল আলম অপর সচিব জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার দু'একদিন পরই বিদেশ চলে গেছেন। এঁরা তিনজন এবং সাবেক আরও দুই সচিব মিলে বিয়াম ভবনে বসে জোটের পক্ষে নীলনক্সা তৈরি এবং বাস্তবায়নের কাজ করেছেন।

সাবেক সচিবের মধ্যে একজন ২০০১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেন। জোট ক্ষমতায় আসার পর ফজলুর রহমান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে প্রশাসনে ব্যাপক প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি সচিব থাকাকালে স্বাস্থ্য খাতে বিশ্ব ব্যাংকের ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প থেকে কোটি কোটি টাকা হরিলুট হয়েছে। হরিলুটের টাকার ভাগ সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং বিএমএ-এর সাধারণ সম্পাদক ড্যাব নেতা ডা. এজেড এম জাহিদ হোসেন না পাওয়ায় সচিবের সঙ্গে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরে বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পের বাকি অর্থ বন্ধ করে দেয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে ফজলুর রহমানকে জোরপূর্বক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে সচিব করা হয়। সেখান থেকে তাঁর কেবিনেট সচিব হওয়ার খায়েস জাগে। এ নিয়ে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে হট কানেকশন তৈরি করেন। সেই সময় খালেদা জিয়া তাঁকে কেবিনেট সচিব করার জন্য ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন। এ খবর সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও ড্যাব নেতা জাহিদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে ফজলুর রহমানের নৈতিক চরিত্রের দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেন। দুর্নীতিবাজ ও নারী কেলেঙ্কারির বহু প্রমাণ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এরপর তাঁকে আর কেবিনেট সচিব করেননি বলে সূত্র জানিয়েছেন।

কেবিনেট সচিবের স্বপ্ন ফজলুর রহমানের চোখের সামনে দিয়ে কর্পূরের মতো উড়ে গেলে তিনি জোটের ওপর নাখোশ হন। তখন তিনি তৎকালীন বিরোধী নেতা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালান। তাঁর এক আত্মীয় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এই দাবি নিয়ে তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে আবার জোটের ঘাড়ে সওয়ার হন। এবার তিনি কৌশলে বাগিয়ে নেন অগ্রণী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আর বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনারের পদ। স্কাউটসের কমিশনার হওয়ার পর পরই বাংলাদেশ স্কাউটসের সবচেয়ে স্বনামধন্য জাতীয় কমিশনার মনযূর-উল-করিম ও জাতীয় উপ কমিশনার মোঃ মেসবাহউদ্দিন ভুইয়া মুরাদকে কৌশলে সরিয়ে দেন। এরপর তিনি স্কাউটসে গড়ে তোলেন তাঁর রাজত্ব।

প্রশাসনে ঠাণ্ডা মাথার প্রতিশোধপরায়ণ কর্মকর্তা হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বিয়ামের সাবেক ডিজি শহীদুল আলমের মতো তিনিও নানা দিক থেকে আলোচিত-সমালোচিত।

এদিকে সূত্র জানিয়েছে, তিনি স্কাউটস আন্দোলনকে স্থবির করে ফেলেছেন। 'গার্লস গাইড'কে ভেঙ্গে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'গার্লস ইন স্কাউটিং'। এই গার্লস ইন স্কাউটিংয়ের বেশ কিছু লিডার সুন্দরী মহিলাদের নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য চাকরি দিয়ে স্মরণকালের অনিয়ম করেন। এ ছাড়া গাজীপুরের মৌচাকেও এসব লিডারকে নিয়ে মাঝে মধ্যেই প্রোগ্রাম করেছেন তিনি। এতে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয় দেখিয়েছেন। নিজের নামের ব্যাংক হিসাবে স্কাউটসের টাকা জমা রেখেছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে স্কাউটসের কোটি কোটি টাকার অনিয়ম দুর্নীতি করার অভিযোগ রয়েছে। অনিয়মের ক্যাশিয়ার হিসাবে কাজ করেছেন তাঁর ভাবশিষ্য মিহির কান্তি মজুমদার। এই মিহির কান্তি বিএনপি-জামায়াত জোটের চাটুকার এক কর্মকর্তা। প্রশাসনে তিনি হিন্দু রাজাকার হিসাবে পরিচিত।

ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে চীফ স্কাউট রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কাছে অভিযোগ করা হয়। আর্থিক অনিয়ম, বিদেশে গার্লস ইন স্কাউটিংয়ের মেয়েদের নিয়ে ঘন ঘন ট্যুর, কিন্তু রাষ্ট্রপতি এর কোন ব্যবস্থা নেননি। ফজলুর রহমানের অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে লিফলেটও ছড়ানো হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে সিএমএম আদালতে মামলা হয়।

এরপর ২০০৩ সালে ১৪ অক্টোবর ঢাকা জেলার ৪র্থ সহকারী জজ আদালতে মামলা হয়েছে। জোট সরকারের দোর্দন্ড প্রতাপশালী কর্মকর্তা হিসাবে সব কিছু থেকেই পার পেয়ে যান তিনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও তাঁর ক্ষমতার ভিত এক তিল নড়েনি।

১৪ দলের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রকারী ফজলুর রহমানের শুধু অপসারণই চাওয়া হয়নি, তাঁর বিরুদ্ধে যে সব আর্থিক অনিয়ম, নানা কেলেঙ্কারীর অভিযোগ রয়েছে তার তদন্ত করে আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানোর দাবি জানানো হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, নভেম্বর ২০, ২০০৬

রাষ্ট্রপতিকে নাগরিক কমিটি

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করুন্ন উপদেষ্টাদের আস্থায় নিন

নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জরুরিভাবে নির্বাচন কমিশনকে অর্থপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য পুনর্গঠনের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কাছে সুপারিশ করেছেন নাগরিক কমিটি ২০০৬ নেতৃবৃন্দ। এ লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জন্য প্রস্তত করা খসড়াও রাষ্ট্রপতিকে তারা পেশ করেন।

রোববার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেতৃবৃন্দ নির্বাচন ও রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করেন। তারা এসব সুপারিশ আইনি রূপ দিতে সংবিধান সংশোধনীর জন্য অবিলম্বে রাষ্ট্রপতিকে একটি অধ্যাদেশ জারির পরামর্শ দেন। সাক্ষাৎ শেষে কমিটির নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের বলেন, রাষ্ট্রপতি তাদের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সুবিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কোন দলের কথা না শুনে রাষ্ট্রপতিকে উপদেষ্টাদের পরামর্শক্রমে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে সবার গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুরোধ করেছেন। রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দেবেন তাতে সংকট সমাধানের কথা দেশবাসীকে যেন অবগত করেন।

তারা বলেন, জাতি এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত। উদ্ভূত সংকট সমাধানের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দিকেই জাতি তাকিয়ে আছে। সিইসি ও কমিশনারদের পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব রাষ্ট্রপতিকে দেননি বলে তারা জানান।

নাগরিক কমিটি ২০০৬ নেতৃবৃন্দ দুপুর সোয়া ১২টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বঙ্গভবনে অবস্থানকালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে প্রায় চল্লিশ মিনিট অবস্থান করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান। প্রতিনিধি দলে কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেবিনেট সচিব মুজিবুল হক, কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী ও কমিটির সদস্য সচিব এবং সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তারা বঙ্গভবনের বাইরে সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেন। ২০ মার্চ ঢাকায় এক জাতীয় সংলাপের মধ্য দিয়ে নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। কমিটির উদ্যোগে জবাবদীহিমূলক উন্নয়ন ও জাতীয় নির্বাচন ২০০৭-কে কেন্দ্র করে ১৫টি আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ এবং ঢাকায় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এসব সংলাপের ভিত্তিতে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কারসহ প্রাসঙ্গিক কয়েকটি সুপারিশমালা এবং দলিলগুলো রাষ্ট্রপতি ও উপদেষ্টার কাছে নেতৃবৃন্দ পেশ করেন।

সুপারিশমালায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার ওপর অর্পিত ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পৃথকভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও গ্রহণযোগ্যতা বিপুলভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। নির্বাচন কমিশনের দ্রুত, অর্থপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য পুনর্গঠন তাই জরুরি। উপদেষ্টামণ্ডলীকে আস্থায় নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রদবদল সম্পন্নকরণ ও উপদেষ্টা সদস্যদের সক্রিয় এবং ধারাবাহিকভাবে জেলা পর্যায়ে প্রশাসনের সঙ্গে সভা করে এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি

এবং ন্যূনপক্ষে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে একটি করে সভা অনুষ্ঠানের সুপারিশ করা হয়। ভোটার তালিকা সংশোধন করে সব ভোটারের ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করারও প্রস্তাব দেয়া হয়।

অধ্যাদেশের জন্য ৬টি সংশোধনী খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা, অবসর গ্রহণের তিন বছর না গেলে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আয়-ব্যয়সহ যাবতীয় তথ্য রির্টানিং অফিসারের কাছে পেশের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তা জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করা, প্রার্থীদের আয়-ব্যয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নির্বাচন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন ও মহাহিসাব নিরীক্ষক অধিদফতরের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, অযোগ্য প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলের জন্য ‘ইলেকশন ডিসকোয়ালিফিকেশন কমিশন’ গঠন, ফলাফল ঘোষণার পর নির্বাচনী বিরোধ ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তিকরণ এবং কালো টাকা ও পেশীশক্তির ব্যবহার রোধকল্পে নাগরিক কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন।

Z_¨mÎt ˆ`wbK hMvšÍi, b‡f¤^i 20, 2006

বেসরকারী প্রাঃ শিক্ষক সমিতির আল্টিমেটাম

শিক্ষক হয়রানির প্রজ্ঞাপন বাতিল না হলে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ঘেরাও হবে

মানবিক ও আর্থিক কারণে শিক্ষকগণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সময়সীমা আরও ২ বছর বাড়ানোর দাবী জানিয়েছেন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। তারা বলেছেন, প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষককে হয়রানির পাঁয়তারা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। আগামী ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে যোগ্যতা অর্জনের সময়সীমা বৃদ্ধি না করলে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার মুক্তাঙ্গনে শিক্ষক সমাবেশ এবং প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ঘেরাওসহ অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করা হবে।

গতকাল (রোববার) জাতীয় প্রেসক্লাবে সমিতি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষকদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য গত শনিবার (১৮ নভেম্বর) পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অনেক শিক্ষক তাদের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং অন্য শিক্ষকগণ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় আছেন। সরকারী আদেশের প্রেক্ষিতে অনুমতি পেয়ে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সিএনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বাকি শিক্ষকগণ পিটিআইএ আসন সীমিত থাকায় সিএনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেননি। এজন্য শিক্ষকগণ নয়, দায়ী কর্তৃপক্ষ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ভুক্তভোগী শিক্ষকগণের চাকরির বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছর হতে চলেছে। অথচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বছরের ২৩ অক্টোবর জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের তালিকা চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষকগণদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির মহাসচিব মুনছুর আলী। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন- তোফাজ্জল হোসেন বাবু, এডভোকেট আহসানুল হক, শেখ মোঃ রফিক, গোলাম মোহাম্মদ, মোঃ ফোরকান আলী, আব্দুস ছাত্তার, মুহিত চন্দ্র, তছির উদ্দিন প্রমুখ।

Z_¨mÎt ˆ`wbK BbwKjve, b‡f¤^i 20, 2006

ওরা ৮ জন ফিরছে

এই বাতিল এই নিয়োগ

চারদলীয় জোটের চাপের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিতর্কিত ব্যক্তিদের আবারও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে প্রশাসনে ফিরিয়ে আনছেন। এ নিয়ে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সূত্রগুলো বলেছে,

তিনদিন আগে যেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ৮ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে গতকাল আবারও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া এই ৮ জন বিএনপির দলীয় কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসনে চিহ্নিত। এর মধ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব ওমর ফারুক জামাতের রোকন মানিকগঞ্জ থেকে চারদলীয় জোটের টিকেট নিয়ে নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে এলাকায় গণসংযোগ করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার নাজেহাল হয়েছেন।

যাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে প্রশাসনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তারা হলেন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ওমর ফারুক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ফারুক আহমদ সিদ্দিকী, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য সালেহ আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কমিশনার এ এম এম রেজা-ই-রাব্বি, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সর্বক্ষনিক সদস্য মোহাম্মদ আলী খান, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য আব্বাস উদ্দিন খান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা আলী কায়সার হাসান মোর্শেদ।

Z_¨mÎt ``wbK msev`, b‡f¤i 20, 2006

নির্বাচন কমিশনে সাংবাদিক নিষিদ্ধ!

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় কর্মরত সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতদিন সাংবাদিকদের উপর অনানুষ্ঠানিক নানা বিধিনিষেধ আরোপ হলেও এবার তাদের কমিশন থেকে দূরে রাখার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গতকাল রোববার সাংবাদিকদের কমিশন ভবনে প্রবেশ ও কোন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়া হয়নি। এনিয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

নির্বাচন বিষয়ক রিপোর্টিংয়ে দায়িত্বপালনরত সাংবাদিকরা গতকাল রোববর সকালে প্রবেশ করতে গেলে নিরাপত্তা কর্মীরা কমিশন ভবনের গেটে তাদের আটকে দেয়। নিরাপত্তাকর্মীরা জানায়, 'স্যারের (সিইসি) নির্দেশ আছে, কোন সাংবাদিক প্রবেশ করতে পারবে না।' কারণ জানতে চাইলে কমিশনের পক্ষ থেকে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। যোগাযোগ করেও কোন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলা যায়নি। এরপর সারাদিনই সাংবাদিকরা কমিশন ভবন চত্বরে অপেক্ষা করেন। বিকেলে সিইসিসহ কমিশন সদস্যদের সঙ্গে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীর বৈঠকের ছবি তোলার জন্য ফটো সাংবাদিকদের ডাকা হলে সাংবাদিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। সাংবাদিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। সাংবাদিকরা কমিশন ভবনের সামনে বসে ইসির নজিরবিহীন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান।

সূত্র জানায়, নিরাপত্তার অনুজাহতে ইসি সচিবালয়ে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে। এই সঙ্গে ইসিতে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে নতুন নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে। সিইসিহ অন্য ৩ নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে এই নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হলেও এর নেপথ্যে কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিত বা নির্দেশ রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সুপরিকল্পিতভাবে বাধা প্রদানে ইসির এই অপকৌশলে সাংবাদিকদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তারা গতকাল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সারাদেশের জনগণ যখন আগামী নির্বাচন নিয়ে সংশয়ে আছে এবং নির্বাচনের খবর জানতে উদগ্রীব হয়ে আছে তখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কমিশনের যোগাযোগ ছিন্ন করা এবং তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে অন্ধকারের মধ্যে রাখার অপচেষ্টা করা হচ্ছে।

Z_¨mÎt ``wbK msev`, b‡f¤i 20, 2006